ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবে মুক্তি পাচ্ছে আমির খানের নতুন সিনেমা

পৃঃ ৫

মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও বাড়ছে সালাহর

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬৪ ● কলকাতা ● ২২ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৬ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভোট-নজরদারিতে এ বার কেন্দ্রীয় এজেন্সিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটে নজরদারিতে এ বার কেন্দ্রীয় এজেন্সির শরণাপন্ন হতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে একটি পোর্টাল তৈরি করার কথা জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন,'সব কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে একটি পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।রাজ্যে এ বার ৮০ হাজারেরও বেশি বুথে ভোটগ্রহণ হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। এ বার নতুন ভোটারের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার। রাজ্যের অন্তত ৫০ শতাংশ বুথে নজরদারি চালাতে সরাসরি 'ওয়েব কাস্টিং' করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজীব। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ পেলে সাধারণ নাগরিকও 'সিভিজিল' অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছে কমিশন। রাজীব বলেন, 'অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করতে নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর।' নির্বাচনতে 'বাংলার ১৪ তম পার্বণ' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা চাই উতসবের মেজাজে ভোট দিক মানুষ।'নির্বাচনে আর্থিক দুর্নীতি আটকাতে এই পোর্টালের সাহায্য নেওয়া হবে।'

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বাধীন ফুল বেঞ্চ। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকের আগে ২২টি কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে বৈঠক করে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা যায়, ভোটে কালো টাকা এবং অবৈধ টাকার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি চালাবে ইডি কিংবা আয়কর দফতরের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও। মঙ্গলবার রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য এবং অভাব-অভিযোগ শুনেছে কমিশন। সর্বদল বৈঠকে ছিল তৃণমূল-সহ মোট আটটি দল। সাংবাদিক বৈঠকে দলগুলির তরফে যে সমস্ত অভাব অভিযোগ জমা পড়েছে, সেগুলির উল্লেখ করেন রাজীব। অর্থশক্তির পাশাপাশি পেশিশক্তির ব্যবহার নিয়েও অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ ভাবে ভোট করে না, এই মর্মে অভিযোগ জমা পড়েছে তাঁদের কাছে। এই সূত্রেই কমিশনের তরফে জানানো হয়, ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসা রোখার চেষ্টা করবে তারা। রাজীব বলেন, একটি দল বাদে সব দলই অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানিয়েছে। পরিদর্শকদেরও সক্রিয় হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।'

নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে বদলি, কড়া বার্তা দিল নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে গিয়ে নানা অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা। আর গত বছরের ওই নির্বাচনের তথ্যকে ঢাল করেই এবার জবাব তলব করল নির্বাচন কমিশন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৯০ শতাংশ আসনে কেমন করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফলাফল হল? দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের উদ্দেশে এই প্রশ্ন তুলেই ক্ষোভপ্রকাশ করল নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চ।

অন্যদিকে জেলাশাসক-পুলিশ সুপারদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে উঠেছে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। তাই বৈঠকে পুলিশ কমিশনারের কাছে নির্বাচন কমিশন জানতে চায়, সন্দেশখালিতে কেন এমন পরিস্থিতি? জবাবে তিনি বলেছেন, 'আমি এখানে নতুন এসেছি। ঘটনার সময় আমি দায়িত্বে ছিলাম না।' এমনই কথোপকথন হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সন্দেশখালি কাণ্ডের সময় যিনি বসিরহাটের

এরপর ৩ পাতায়

দেশের ১৪০ কোটি মানুষ আমার পরিবার', বিরোধীদের জবাব প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের ১৪০ কোটি মানুষ আমার পরিবার ।আমার ভারত, আমার পরিবার', বিরোধীদের জবাব দিতে গিয়ে এই মন্তব্যই করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । গত কাল, সোমবার, পটনার জনসভায় লালুপ্রসাদ যাদব প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেছিলেন, 'মোদি কী?গত কাল, পটনার জনসভায় চেনা মেজাজে দেখা যায় আরজেডি প্রধানকে। এক দিকে মোদির হিন্দু পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন, অন্য দিকে পরিবারতন্ত্রের পাল্টা, দুই দিক নিয়েই আক্রমণ শানান লালুপ্রসাদ। ঘটনা হল, লোকসভা ভোটের আগে, জেডি(ইউ)-র হাত ধরে বিহারে ফের ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি, কুর্সি হারাতে হয়েছে আরজেডি-কে। এহেন পরিস্থিতিতে লালুর এই আক্রমণ, যার পাল্টা দিলেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার জীবন বইয়ের খোলা পাতার মতো। দেশের মানুষ সবটাই জানেন। ছেলেবেলায় যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, একটাই স্বপ্ন ছিল। দেশের মানুষের জন্য বাঁচব।' সঙ্গে 'পরিবারবাদ' নিয়ে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। বলেন, 'এ দেশের পরিবারবাদী দলগুলির চেহারা-ছবি আলাদা হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাভাষণ ও লুঠের নিরিখে তাদের প্রকৃতি

এরপর ৩ পাতায়

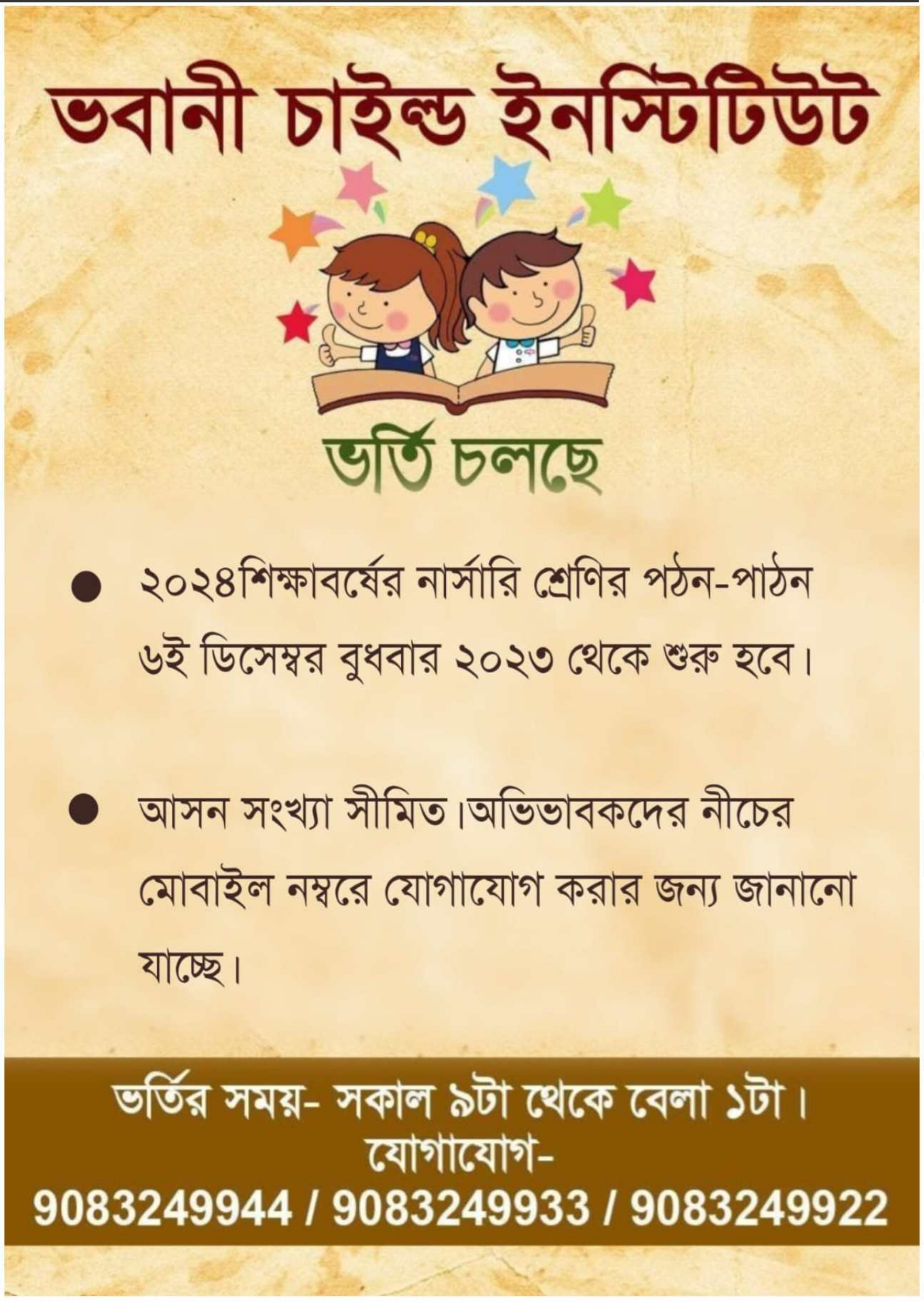

তাপসকে তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত

পুনর্বিবেচনার পরামর্শ অশোকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বরাহনগরের বিধায়ক তাপস রায়কে তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পরামর্শ দিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। তাঁর মতে, রাজনীতিতে অনেক না পাওয়া থাকে। অভিমান থাকে। এখনই কোনও চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে প্রথমবার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাপস রায়। এরপর ২০০১ সালে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। তাপস যখন তৃণমূলে যোগ দেন, ঠিক তখনই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন অশোক দেব। ২০০১ সালে অশোক দেব বজবজ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হলেও তাপসের নির্বাচনী কেন্দ্রের বদল হয়। তাপসকে বিদ্যাসাগর কেন্দ্র থেকে সরিয়ে বড়বাজার কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়। তখনও বড়বাজার কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন তাপস। তবে ২০০৬ সালে অশোকবাবু নিজের বজবজ কেন্দ্রটি ধরে রাখতে পারলেও বড়বাজার কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছিলেন তাপস। এরপর ২০১১ সালে পুনর্বিন্যাসের পর কলকাতায় বিধানসভার আসন সংখ্যা যখন ২২ থেকে কমে ১১-তে এসে দাঁড়ায় তখন তাপসকে বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্রে পাঠান মমতা। সেখানেও ২০১১, ২০১৬ ও ২০২১ সালে জয়লাভ করেন তাপস।বুধবার তাঁকে বিধানসভায় ডেকে পাঠিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাপসের এই আচমকা ইস্তফার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না তাঁর রাজনৈতিক গুরু অশোক দেব। এদিন অশোকবাবু জানিয়েছেন, 'আমি তাপসকে অনেক ছোটবেলা থেকে দেখেছি। ওর লড়াকু মেজাজের সঙ্গে আমি পরিচিত। সেই লড়াকু মেজাজ এখনও ওর মধ্যে রয়েছে। বাংলার রাজনীতিকে এখনও তাপসের অনেককিছু দেওয়ার আছে। তাই আমি ওঁকে বলব, নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে।'

আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করে

শাহজাহানকে ছাড়াই ফিরল সি বি আই!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে পেল না সিবিআই। মঙ্গলবার সন্ধে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও সন্দেশখালির 'বাঘ'কে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থায় হাতে তুলে দেয়নি সিআইডি। তাঁদের যুক্তি, এই মামলায় হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছে রাজ্য।আদালতের তরফে ন্যাজাট এবং বনগাঁ থানার মোট তিনটি মামলার তদন্তভারই সিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়। নির্দেশ ছিল, আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে শেখ শাহজাহানকে তুলে দিতে হবে সিবিআইয়ের হাতে। সেই মতো এদিন বিকেলে ভবানী ভবনে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করলেও শাহজাহানকে হেফাজতে পাননি তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের করা মামলাকে হাতিয়ার করে শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতেই রাখছে সিআইডি। প্রসঙ্গত, হাই কোর্ট সিবিআইকে সন্দেশখালি মামলার তদন্তভার দেওয়ার পরই সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য।ফলে সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, তার উপর ভিত্তি করেই ঠিক হবে শেখ শাহজাহান কার হেফাজতে থাকবে। সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তভার থাকবে কার হাতে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চরমে টানাপোড়েন। প্রথম থেকেই ইডির দাবি ছিল, তদন্তভার দিতে হবে সিবিআইকে। কারণ, রাজ্যপুলিশ তদন্ত করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে বলেই বার বার আদালতে তা দাবি করা হয়। পরবর্তীতে শেখ শাহজাহানকে কে গ্রেপ্তার করবে, তা নিয়েও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। শেষে আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালির'বাঘ'কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে সিআইডি হেফাজতে রয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দেশখালি মামলার তদন্তভার তুলে দেন সিবিআইয়ের হাতে।

রাজনীতিতে যাবেন, আসন খুঁজছেন',

জাস্টিস গাঙ্গুলির পর এবার কারা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিচারপতি পদে অবসর, শীঘ্রই রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় । আর এই খবরই যেন সাড়া ফেলে দিয়েছে রাজ্যে। নিজ মুখেই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিচারপতি। যদিও কোন দলে যোগ দেবেন তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।সোমবার এই মামলার শুনানিতে নাম না করে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, সবটার পেছনেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এসএসসি মামলার শুনানি করে উনি পলিটিকাল ক্যারিয়ার গড়ে ফেললেন। এরপরই বিস্ফোরক দাবি করে কল্যাণ বলেন, আরও দুজন বিচারপতি আছেন, তারাও যাবেন, আসন খুঁজছেন। ওদিকে সূত্র মারফত শোনা যাচ্ছে আগামীকাল মোদীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করবেন বিচারপতি। আর এই ইস্যুতেই এবার বিচারপতিকে তীব্র আক্রমণ করলেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কল্যাণ বলেন, সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি (অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়) গতকাল সংবাদমাধ্যমে একটি সাক্ষাতকার দিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এসব নির্দেশ দিয়েছেন। এসএসসির সমস্ত মামলা খারিজ করার দাবি নিয়ে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের আইনজীবী হয়ে আর্জি করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপরেই এসএসসি মামলায় অভিযুক্তদের চার্জশিট দাখিল হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে সিবিআই'য়ের আইনজীবীর কাছে জানতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, হয়েছে তবে, সরকারি আধিকারিকদের ক্ষেত্রে চার্জ ফ্রেম করার জন্য রাজ্যের অনুমতি প্রয়োজন। তাএখনও মেলেনি।

এখানেই থেমে থাকেন নি কল্যাণ। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ করে কল্যাণ বলেন, সময় আসলে তোমার এবং তোমার বিচারপতির সব খাপ খুলব। আদালতে দাঁড়িয়েই কল্যাণ বলেন, আমরা আদালতের মর্যাদা নষ্ট করিনি। আপনার সহকর্মী করেছে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, সিবিআই এবং ইডি সবাই মিলে আদালতের মর্যাদা নষ্ট করেছে বলেও অভিযোগ করেন কল্যাণ।আদালতের সিবিআই এর আইনজীবী জানান, এই নিয়ে ২০২২ সালে রাজ্যের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তবে এখনও কোনও উত্তর মেলেনি। এরপরই রাজ্যের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, কত সময় লাগে?

এপ্রিল মাস থেকেই

বর্ধিত বেতন পাবেন সিভিক ভলান্টিয়াররা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বোনাসের পর বেতন। সিভিক ভলান্টিয়ারদের দু'টোই যে বাড়তে চলেছে, তা আগেই ঘোষণা হয়েছিল। বোনাসের ঘোষণা হয়েছিল বছরের শুরুতে। আর বেতন বৃদ্ধির কথা গত মাসের বাজেটে ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।উল্লেখ্য গত বছর পর্যন্ত ২০০০ টাকা করে বোনাস পেতেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। তবে চলতি বছরে তাঁরা পাবেন ৫,৩০০ টাকা। এর অর্থ ৩,৩০০ টাকা অতিরিক্ত বোনাস দেওয়া হবে। নবান্নের এই বিজ্ঞপ্তির ফলে পুলিশের কাজে সহযোগিতা করার সৌজন্যে রাজ্যের দুই লক্ষাধিক সিভিক ভলান্টিয়ার উপকৃত হলেন। প্রসঙ্গত, দু'দিন আগেই সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি করে অর্থদপ্তর। কম্পিউটার-সহ বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ঠিকা কর্মীদের বেতনও এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধির নোটিফিকেশনও প্রকাশ্যে এল। বেতন বৃদ্ধির খাতে রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছিল ১৮০ কোটি টাকা।পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, পুলিশের ২০ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য। যা এত দিন ১০ শতাংশ ছিল। সোমবার নবান্নর তরফে বেতন বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। জানানো হয়েছে, এত দিন ধরে সিভিক ভলান্টিয়াররা যা বেতন পেয়ে এসেছেন, তার চেয়ে এক হাজার টাকা করে বেশি পাবেন মার্চ থেকে। অর্থাৎ এপ্রিল মাসে বর্ধিত বেতন হাতে পাবেন তাঁরা।

কোলকাতায় মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার সম্মানে সম্মানিত

বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :

সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হয়ে গেলো কোলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ অডিটরিয়ামে মহা সমারোহে গুণীজনদের উপস্থিতিতে । গত ৫ মার্চ ২০২৪ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা ও গুণীজন সংবর্ধনা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হলো। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস মহাশয়ের। এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোঃ রেজাউল করিম উজ্জ্বল । অনুষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অশোক কুমার পাল মহাশয়। ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের জাতীয় সম্মানিত, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল কে মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রন করা হয়। এবং অনুষ্ঠানে গুণীজন সংবর্ধনায় পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় , মানপত্র ও স্মারক দিয়ে পূর্ব বর্ধমানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল কে মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হলো । তার নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন সমাজের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউলগানের জন্য মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরষ্কার প্রদান করা হলো বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিত্বর গৌরবময় উপস্থিতিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগে ২০২১ নিউ দিল্লীতে বাবু জগ জীবন রাম ন্যাশনাল সম্মান পদক পেয়েছেন লোক সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মিরা কুমারের কাছ থেকে। তারপর ২০২২ বিশাখাপত্তনমে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশালান আওয়ার্ড প্যেছেন তার পর আবার কোলকাতায় ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেয়ে স্বপন বাউল খুবই খুশি। স্বপন দত্ত বাউল বলেন নিঃস্বার্থ ভাবে পথে পথে দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তা দেওয়া আমার সার্থক। আমি ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর সুসম্পর্ক অটুট রাখতে আমি আমার এপার বাংলার শিল্প কলা সংস্কৃতি নিয়ে বার বার ওবাংলার আমন্ত্রণে ছুটে যাই বাংলাদেশে শিল্প কলা সংস্কৃতিক মেল বন্ধন তৈরি করতে। সমাজ সচেতনের মাধ্যমে বাউল গানে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে দুই বাংলার শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার চেষ্টা করি। ভারত বাংলাদেশ কে শান্তি সম্প্রীতির বাঁধনে বাঁধতে বাউল গানে এমন নিঃস্বার্থ নিজের উদ্যোগেই এগিয়ে যেতে দেখে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে আমাকে যে শান্তি পুরস্কার সম্মান দিলেন এই পুরস্কার সম্মান পেয়ে আমি শিল্পী জীবনে চলার পথে অনেক উৎসাহ পেলাম।

বাংলায় আলো হবে, পদ্ম ফুটবে : অর্ণব চ্যাটার্জি

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : রাজ্য বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপর তৃণমূলের হামলার বিরুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা বিজেএমসি আজ একটি প্রতিবাদ মিছিল করেছে। এ সময় বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, পদ্ম ফুটবে, বাংলায় আলো আসবে। উক্ত মিছিল সেন্ট্রাল এভিনিউ, চাঁদনী চক প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলে রাজ্য বিজেএমসি সহ-সভাপতি সুবীর কাঞ্জিলাল, সাধারণ সম্পাদক তপন মাইতি, রাজ্য সম্পাদক অভিক রায়, উত্তর কলকাতা জেলা সম্পাদক রাজু আয়েঙ্গার, অভিষেক দাশগুপ্ত এবং জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ, অনুপ মণ্ডল, মুন্না সোলাঙ্কর এবং অন্যান্য বিজেএমসি নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহরগুলি মহিলারা এমএসএমই দ্বারা ডিজিটাল ব্যবসায়িক সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় শহরগুলির চেয়ে এগিয়ে

- টাইড -এর ব্যবসায়িক আর্থিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী ৬১% মহিলা সেমি-আরবান শহর এবং টাউন্স-এর বাসিন্দা
- নারীদের দ্বারা চালিত শীর্ষ ব্যবসার বিভাগ: চিকিৎসা, আইন এবং ট্যাক্স পরামর্শদাতা
- ফলাফলগুলি সরকারের 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রচারাভিযানের সাথে সারিবদ্ধ যা ভারতের টিয়ের-২, ৩ এবং ৪ এর বাইরের শহর গুলির ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

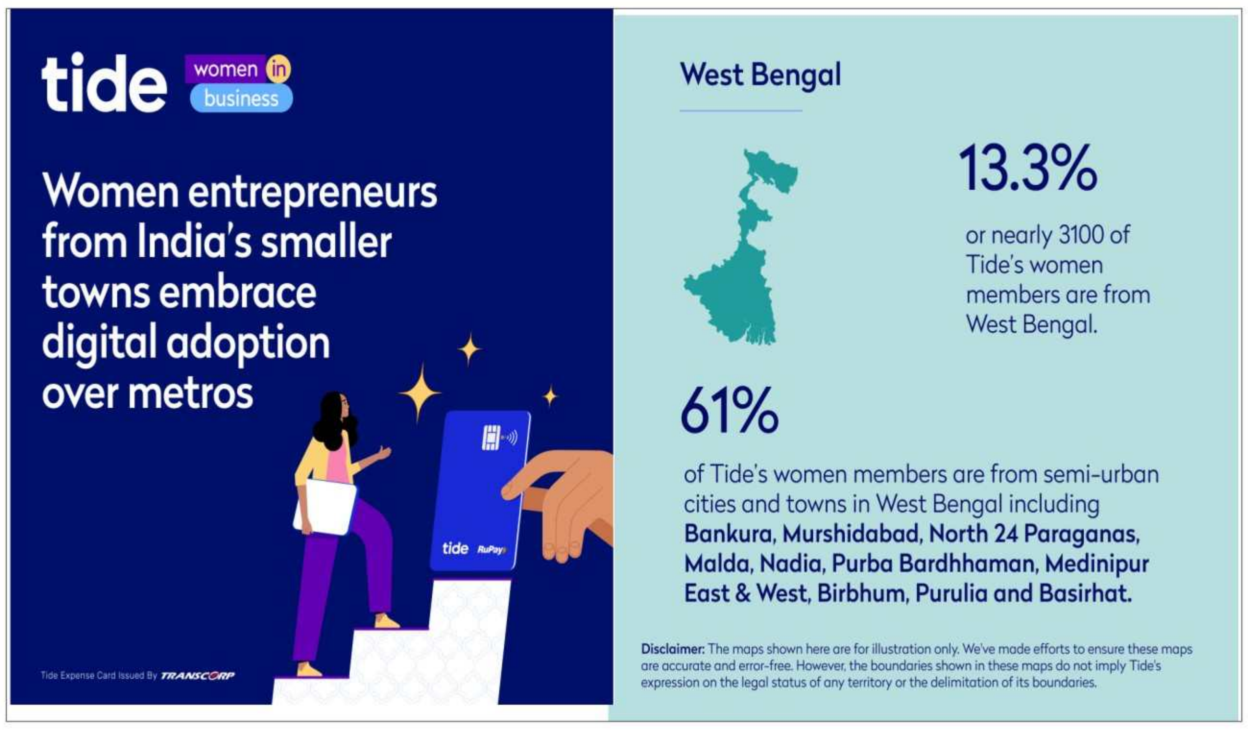

কলকাতা, ৪ঠা মার্চ ২০২৪: নিউজ সারাদিন : ব্যবসায়িক আর্থিক প্ল্যাটফর্ম টাইড এর ২০০,০০০ এসএমই সদস্যের তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর ও শহর গুলির মহিলা ব্যবসার মালিকরা ডিজিটাল সমাধান গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'অন্তর্ভুক্তি অনুপ্রাণিত করা', নারী ব্যবসায়ীদের 'স্বনির্ভর' করে তোলা।

বর্তমানে টাইড-এর প্ল্যাটফর্মে ২৩,০০০ মহিলা সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে ১৩.৩%, ও প্রায় ৩১০০, পশ্চিমবঙ্গে।

জোয়ারের তথ্য দেখায় যে এই ৩১০০টি মহিলার নেতৃত্বাধীন ব্যবসার মধ্যে ৬১% পশ্চিমবঙ্গের সেমি-আরবান শহর এবং শহরগুলির। এর মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং বসিরহাট। পরিবর্তিত ভোক্তা আচরণ এবং ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার সাথে, টায়ার ২, ৩, ৪ এবং তার পরেও শহরগুলি, প্রায়শই 'ভারত' নামে পরিচিত, ভারতে এসএমই গুলির জন্য বৃদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।

চিকিৎসা, আইন ও কর খাতের পরামর্শদাতারা রাজ্যের নারী উদ্যোক্তার সাধারণ প্রোফাইলের এন্ট্রাপ্রেনিউর তৈরি করেন। অন্যান্য ধরনের ব্যবসার মালিকদের মধ্যে রয়েছে ছোট আশেপাশের দোকানের মালিক, ফ্রিল্যান্স বিউটিশিয়ান, ফ্যাশন ডিজাইনার, মেকআপ আর্টিস্ট, টিউটর, পাশাপাশি বাড়ির শেফ এবং বেকারি। এই মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ব্যবসায় ০-৯ জন লোক নিয়োগ করে। টাইড তার সামগ্রিক সদস্য বেস জুড়ে জানে যে ব্যবসা করার খরচ কমানো এবং অ্যাডমিন পরিষেবাগুলির জন্য সংস্থান অপ্টিমাইজ করা ব্যবসার দক্ষতার উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গুরজোধপাল সিং, সিইও, টাইড ইন ইন্ডিয়া বলেন, "জনপ্রিয় ধারণা হল যে মেট্রো শহরের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত প্রযুক্তি-সচেতন। তবুও, টায়ার ২, ৩, ৪ শহর এবং তার পরেও একটি ক্রমবর্ধমান উচ্চাকাঙ্ক্ষী শ্রেণী সময় এবং খরচ বাঁচাতে তাদের ব্যবসা ডিজিটাইজ করতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। এটা বললে ভুল হবে না যে ভারত থেকে নারী উদ্যোক্তারা 'নারী শক্তির' প্রকৃত আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন।"

বেতনভোগী শ্রেণীর মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য ব্যাপকভাবে প্রাধান্য পায়, যেখানে নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ২৪%৩ কম উপার্জন করে, যা নারীদের আকাঙ্ক্ষা এবং আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের তাদের ক্ষমতা কে প্রভাবিত করে। নারীরা কেন উদ্যোক্তা হওয়ার দিকে ঝুঁকছেন তার কারণ হিসেবে এগুলো প্রায় উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩৪ সালে, বেতনভোগী মহিলারা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪৩ ঘন্টা কাজ করেছেন, যেখানে স্ব-নিযুক্ত মহিলারা প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০.১ ঘন্টা কাজ করেছেন। এটি দেখায় যে উদ্যোক্তা হওয়া তাদের সময়কে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নমনীয়তা এবং আর্থিক স্বাধীনতাকে তারা মূল্য দেয়। জোয়ারের তথ্যও প্রকাশ করে যে জেন জেড (১২ - ২৭ বছর) এবং সহস্রাব্দের বয়সের (২৭ - ৪০ বছর) মধ্যে আরও বেশি মহিলা (৮০%) আর্থিকভাবে নিজেদের ক্ষমতায়নের জন্য উদ্যোক্তাদের অনুসরণ করে।

টাইড ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ ভারতে ৫০০,০০০ নারীকে প্ল্যাটফর্মে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নারী উদ্যোক্তাদের সমর্থন করার জন্য একটি বৈশ্বিক অঙ্গীকারের অংশ।

ভারতে জোয়ারের ২০০,০০০ এরও বেশি সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে ১০% এর বেশি মহিলা। নারী উদ্যোক্তাদের সমর্থন করার জন্য এর গ্লোবাল উইমেন বিজনেস প্রোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, টাইডের অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে নীতি সচেতনতা কর্মসূচি এবং ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আরও বেশি নারীকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির আওতায় আনার জন্য নারী-কেন্দ্রিক ইনকিউবেটরের সাথে অংশীদারিত্ব।

১-ম পাতার পর

দেশের ১৪০ কোটি মানুষ আমার পরিবার', বিরোধীদের জবাব প্রধানমন্ত্রীর

একই রকম।' গত কাল, এই প্রসঙ্গে কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দলকেও একহাত নিতে শোনা যায় তাঁকে। বলেন, 'যেমন ধরুন TRS এখন BRS হয়েছে। তাতে তেলঙ্গানার কিছুই বদলায়নি। এখন ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে আঞ্চলিক দলের থেকে শাসনভার ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। এখনও কিছুই হবে না।' 'কলেশ্বরম লিফট ইরিগেশন' প্রকল্পে TRS-র বিরুদ্ধে বিপুল দুর্নীতিরও অভিযোগ আনেন তিনি। সঙ্গে আরও দাবি, কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। বরং সেই ফাইল চেপে রেখে দিয়েছে। ঘটনা হল, 'পরিবারবাদ' নিয়ে অতীতেও একাধিক বার কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী। একদিকে দুর্নীতি ও অন্য দিকে 'পরিবারবাদ', দুই অস্ত্রই বিরোধীদের বিরুদ্ধে বার বার ব্যবহার করতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। গত কাল, সোমবার, আরজেডি (প্রধান) লালুপ্রসাদ যাদবকে এই নিয়ে তীব্র ভাবে সরব হতে দেখা যায়।

১-ম পাতার পর

নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে বদলি, কড়া বার্তা দিল নির্বাচন কমিশনের

পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তিনি এখন বদলি হয়ে গিয়েছেন কালিম্পংয়ে। তারপরই কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দেশ, প্রত্যেক জেলায় যেখানে শাহাজাহানের মতো ব্যক্তিরা আছে, তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। অপরাধীদের যেন ছেড়ে রাখা না হয়।আর তারপরই পুলিশ-প্রশাসনকে ফুলবঞ্চের কড়া বার্তা, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই বদলি নিয়ে নিন। একবার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেলে, কমিশনের আইন ও নির্দেশ না মানলে আমরা বদলি করব।'

নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল। তাঁদের কাছ থেকে নানা অভিযোগ শুনেছিল। যেখানে বিজেপি এবং সিপিএম এই বদলির প্রসঙ্গে কথা বলেছিল বলে সূত্রের খবর। আর তারপরই ফুলবেঞ্চের বার্তা বেশ তাতপর্যপূর্ণ। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে এক দফায় ভোটের দাবি করা হয়েছে তা নিয়ে কোনও কথা বলেননি ফুলবেঞ্চের প্রতিনিধিরা। সব ঠিক থাকলে মার্চ মাসের ১৪ তারিখ নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ডিএম, এসপি এবং পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন।এদিকে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৯০ শতাংশ আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সেই বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে ফুলবেঞ্চ। কেমন করে তা সম্ভব হল? এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, বৈঠকে এই বিষয়ে তেমন কোনও জবাব দিতে পারেননি জেলাশাসক। তাই ফুলবেঞ্চের সদস্যরা জেলাশাসককে রীতিমতো ভতর্সনা করেন। জেলাশাসকদের কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে, সেই জেলায় কেমন পদক্ষেপ করা হয়েছে তা নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। প্রত্যেক পুলিশ জেলার সাপ্তাহিক রিপোর্টও লাগবে।

১০ই মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা চাঁচলে

আমিরুল ইসলাম, চাঁচল, মালদা : নিউজ সারাদিন : আগামী ১০ই মার্চ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেড সমাবেশ রয়েছে। সেই ব্রিগেড সমাবেশকে সামনে রেখে চাঁচল ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দিন বিকেলে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চাঁচলের খরবায়। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চিত ১০০ দিনের কাজের টাকা ও লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ১০ই মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতে চাঁচল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় চাঁচলের খরবা হাই স্কুল সংলগ্ন মাঠে। এদিন এই প্রস্তুতি সভা উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজীর নূর, মালদা জেলার তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এ টি এম রফিকুল হোসেন সহ তৃণমুল কংগ্রেসের অঞ্চল, ব্লক ও জেলা তৃণমুল কংগ্রেসের নেতৃত্বগণ ।এছাড়াও এদিনের প্রস্তুতি সভাতে প্রায় তিন থেকে চার হাজার তৃণমুল কংগ্রেসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজীর নূর বলেন, আজকের প্রস্তুতি জনসভায় প্রচুর মানুষের সাড়া মিলেছে। আগামী ১০ মার্চ কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে কলকাতার ব্রিগেড মাঠে জন গর্জন সভায় বিশাল সংখ্যক মানুষ যাবে চাঁচল থেকে।

নদীয়া জেলার চাপরার সিকরাতে 'আমার প্রথম ভোট দেশের জন্য' শীর্ষক আলোচনাসভা

কলকাতা, ৫ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভোটদানের মাধ্যমে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে নতুন ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে সোমবার (৪ মার্চ, ২০২৪) নদীয়া জেলার চাপরার সিকরায় 'আমার

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ০৬ মার্চ, ২০২৪ বুধবার ২২ ফাল্গুন, ১৪৩০

৩ পাতার পর

নদীয়া জেলার চাপরার সিকরাতে আমার প্রথম ভোট দেশের জন্য শীর্ষক আলোচনাসভা

প্রথম ভোট দেশের জন্য শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অধ্যাপক সুনয়ন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রুদ্রশেখর বসু সহ বিভিন্ন বক্তা, কলেজ পড়ুয়া, বিশেষত নতুন ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁরা বলেন, শক্তিশালী সরকার গড়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি ভোটই মূল্যবান। শক্তিশালী সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হয়। তাই নতুন ভোটারদের উচিত তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা। আলোচনাসভায় উপস্থিত নতুন ভোটাররাও জীবনে প্রথমবার ভোট দেওয়া নিয়ে তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনার কথা জানান। তাঁরা বলেন, দেশে সুশাসনের জন্য প্রতিটি ভোটই মূল্যবান। তাই এবার যাঁদের নাম প্রথমবারের জন্য ভোটার তালিকায় উঠেছে, তাঁদের উচিত উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিতে এগিয়ে আসা। এটি তাঁদের অধিকার এবং মৌলিক কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবারের ভোটারদের নিয়ে 'আমার প্রথম ভোট দেশের জন্য' শীর্ষক প্রচারাভিযানের বার্তা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তথ্য ও সম্প্রচার এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শেয়ার করেছেন। অন্য সবাইকেও এই বার্তা শেয়ার করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও অংশগ্রহণমূলক করে তোলা দরকার। সেজন্য #আমার প্রথম ভোট দেশের জন্য প্রচারাভিযানের বার্তা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

সম্পাদকীয়

শুরুতেই অস্বস্তি বাড়ালেন অভিজিত, নারদকাণ্ড নিয়ে মন্তব্যে বিড়ম্বনা পদ্মে

পদ্মশিবিরের অস্বস্তি বাড়ালেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। নারদকাণ্ড সংক্রান্ত প্রশ্নে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আড়াল করতে গিয়ে তৃণমূলের হাতেও অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। আবার নারদকাণ্ডে তৃণমূলের যে নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হয় বিজেপি, তাঁদেরও স্বস্তি দিয়েছেন অভিজিত।

বিচারপতি থাকার সময়েই অভিজিতের নানা পর্যবেক্ষণ এবং রায় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শাসকদল তৃণমূল। অনেক সময়েই মনে হয়েছে বিরোধী স্বর বা বিজেপির দাবিকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এখন শাসকদল বলতেই পারে সেই সব অভিযোগ যে একেবারেই মিথ্যা ছিল না সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল বিজেপিতে যোগ দেওয়ায়। এ নিয়ে আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের তরফে। তবে আপাতত রাজ্য বিজেপির সিদ্ধান্ত, অভিজিতের বিচার্য বিষয় নিয়ে দল কিছু বলবে না। ভোটের হাওয়া আরও তেজি হলে এ সব অভিযোগ আর ধোপে টিকবে না।বিজেপির পুরনো অস্ত্র ভোঁতা করে দিয়ে অভিজিত দাবি করেছেন, নারদকাণ্ডে অভিযুক্তেরা সকলেই 'চক্রান্তের শিকার'। মঙ্গলবার অভিজিতের সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, শুভেন্দু অধিকারীকেও তো নারদকাণ্ডে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে! কী বলবেন? জবাবে অভিজিত বলেন, "শুভেন্দু চক্রান্তের শিকার।" তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, "তবে কি তৃণমূলের যে নেতাদের নারদের ফুটেজে দেখা গিয়েছিল, তাঁরাও চক্রান্তের শিকার?" জবাবে অভিজিত বলেন, "অবশ্যই তাঁরাও চক্রান্তের শিকার।"

বিজেপি নেতাদের অনেকের দাবি, শুরুতেই 'চালিয়ে খেলতে' গিয়ে বিরোধীদের হাতে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিয়েছেন অভিজিত।অভিজিত যে বিজেপিতে যোগ দেবেন তা আগে থাকতে ঘোষণা করেননি পদ্মশিবিরের নেতারা। পরিকল্পনা ছিল ৭ মার্চ একটা চমক দেওয়া হবে। সেটা বলেও রেখেছিলেন শুভেন্দু। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসছেন কলকাতায়। বুধবার বারাসতে তাঁর জনসভা। রাজ্য বিজেপির নেতারা সেই প্রস্তুতি নিয়ে যখন ব্যস্ত, তার মধ্যেই 'দীর্ঘ' সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিজিত। প্রথমেই বিজেপিতে যোগদানের কথা জানিয়ে দেন। এর পরে একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বিজেপিতে যোগদানের আগেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে এমন জবাব দেন যা দলের অবস্থান-বিরোধী। তবে সে সব নিয়ে কোনও সমালোচনা না করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "উনি বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওঁকে সঙ্গে পেলে বিজেপির পক্ষে ভালই হবে।"

মুখে সকলেই অভিজিতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও একান্তে অনেকেই সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে অস্বস্তির কথা মানছেন। রাজ্য স্তরের এক নেতার বক্তব্য, "দলের একটা পরিকল্পনা ছিল। সেটা ভেস্তে গেল। যে ঘোষণা আমাদের তরফ থেকে করার কথা ছিল সেটা উনি করে দিলেন। এতে খুব কিছু সমস্যা না হলেও কিছু প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এমন উত্তর দিয়েছেন যা দলের কাছে কিছুটা হলেও অস্বস্তির।" ওই নেতা স্পষ্ট ভাবেই নারদকাণ্ড নিয়ে মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "উনি এটা ঠিকই বলেছেন যে, শুভেন্দুদার হাতে খবরের কাগজের ভিতরে টাকা ছিল কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাই বলে ববি হাকিম, মদন মিত্রদের ক্লিনচিট দেওয়ার কোনও মানে হয় না। আমার মনে হয় উনি বলতে চেয়েছেন যে, তৃণমূলের মধ্যেই ছিল ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত।" ওই নেতার আরও দাবি, একা একা সাংবাদিক বৈঠক না করলেই পারতেন অভিজিত। পাশে দলের কোনও অভিজ্ঞ নেতা থাকলে ওঁকে অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রাখা যেত। এত প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হত না। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সময়ে শুভেন্দু নিজেও জানিয়েছেন, নারদকাণ্ডে সেই সময় সকলেই চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন।অভিজিত বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে জল্পনা তৈরির পরেই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল পদ্মশিবিরের অন্দরে। দলের নিচু তলার কর্মীরা বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিতেক 'ভগবান' মনে করলেও রাজনীতিতে আসা কোর্টের প্রাক্তনীকে গ্রহণ করবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তবে দলীয় নেতাদের ভাবনা ছিল, অভিজিতেক যে আসন থেকেই প্রার্থী করা হোক তার বাইরে রাজ্যের সর্বত্র নিয়ে গিয়ে প্রচারে ব্যবহার করা হবে। কোর্টে যে ভাবে তিনি তৃণমূলের বিরোধিতা করেছেন সে কথা প্রকাশ্যে বলবেন। কিন্তু এমন প্রশ্নও ওঠে যে তাঁর 'লড়াকু', 'জেদি' পরিচয়টা তো ছিল কোর্টের এজলাসে। সেখানে তিনিই ছিলেন শেষ কথা। কিন্তু রাজনীতিতে তো সেটা নয়। দলীয় নেতাদের কথা শুনে চলবেন তো! ভোটের প্রচারে কি আদৌ বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর হাতে আসা বিভিন্ন তদন্তের তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন। অতীতে সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাতকার দিয়ে বিপাকে পড়া অভিজিত নতুন করে বিতর্ক তৈরি করবেন না তো!এ সবের পরেও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি ঠিক করে অভিজিতেক দলে নেওয়াই ঠিক হবে। আমজনতার মধ্যে তাঁর যে 'ইমেজ' রয়েছে তা ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু শুরুতেই নারদকাণ্ড প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে যে বিড়ম্বনা তৈরি করলেন অভিজিত তার পরে দলে কিছুটা চিন্তা থেকেই যাবে। এ প্রসঙ্গে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ অবশ্য দোষের কিছু দেখছেন না। তিনি বলেন, "অন্য ক্ষেত্রের ভাল মানুষদের রাজনীতিতে আনতে হবে। তার জন্য বিজেপিই সবচেয়ে ভাল মঞ্চ। হতে পারে তিনি রাজনীতির সব কৌশল বোঝেন না বা প্রয়োগ করতে পারেন না, কিন্তু আয়ত্ত করে নিতে পারেন অল্প সময়েই। অভিজিতবাবু বিচারপতি হিসাবে যা করে দেখিয়েছেন রাজনীতিতেও সেটা পারবেন।" একই সঙ্গে দিলীপ বলেন, "সত মানুষের প্রতি আলাদা শ্রদ্ধা আছে মানুষের। উনি যে সত, এ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। এই ধরনের শিক্ষিত মানুষের আরও বেশি করে রাজনীতিতে আসা প্রয়োজন।"

অজানা আজও সুন্দরবনের ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

পৃথিবীজুড়ে হাজার মহামারী প্রবণতা আসুক না কেন? মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না ! মৃত্যুকে হাসি মুখে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর জনগণ। আর কতদিন আবদ্ধ থাকবে ঘরের মধ্যে, আবদ্ধ থেকে মানুষের জীবনে হাসপাস নেমে এসেছে। একঘেয়েমি জীবন থেকে বেরিয়ে এসে, একটু পৃথিবীর নির্জন জায়গা খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সারা ভারতবাসী তথা বিশ্বের ভ্রমণপিপাসু মানুষগুলো। শীত অনুভূতি শুরু হতে না হতে,সুন্দরবন বেরিয়ে আসার প্রবণতা জেগে উঠেছে ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর মনে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নোনা বাতাস আর নোনা জলের আনন্দ উপভোগ করতে মেতে ওঠেন সুন্দরবনের পরিযায়ী পাখি থেকে মানুষজন। আমি যখন সুন্দরবন আদিবাসী নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম সেই সময়,দিনের পর দিন স্বপন সরদার ও আদিবাসী প্রাণপুরুষ আর এক মহান ব্যাক্তি ডক্টর পশুপতি প্রসাদ মাহাতো সঙ্গে তাঁর আবিষ্কার নিয়ে কথা চলল। তিনিও একের পর প্রত্নবস্তুর তথ্য, বিশ্লেষণ ও ছবি পাঠাতে থাকেন। আর আমি সেসব যাচাই করতে ইন্টারনেট ঘাঁটতে থাকি, কখনো লাইব্রেরিতে গিয়ে বই-পুস্তক জোগাড় করি। পাতার পর পাতা পড়ি। গবেষণা বহুদিন চালানোর পরেও সবকিছুই যেন হতাশ হয়ে পরলো অর্থনৈতিক সংক টে ।মানুষ জীবনের জন্য মূল চাবিকাঠি অর্থনৈতিক, অর্থনৈতিক ছাড়া পৃথিবীর কোন কাজ কোন কিছুই সম্ভব নয়।তবে আজকের গবেষণা মূলক কিছু তথ্য দিয়ে সুন্দরবনের ভ্রমণ-কাহিনী ও সুন্দরবনবাসির জীবনযাত্রা এবং সুন্দরবন সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেবো আমার এই লেখার মধ্যে দিয়ে।

সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের দূরত্ব কলকাতা থেকে মাত্র ৪০ কিমি। ১৯৮৯ সালে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ও ১৯৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ সাইটের তকমা পায় সুন্দরবন। সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে গ্লোবাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো।সুন্দর বনে বেড়াতে আসা মানুষদের কে এই তথ্যটা জানার খুব প্রয়োজনীয়।সুন্দর বনে বেড়াতে যাওয়ার আগে পরিকল্পনা করে নিন। কোনদিকে আপনি কিভাবে যাবেন।বেড়ানোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, এক দিকে সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ভগবতপুর, লোথিয়ান দ্বীপ, বনি ক্যাম্প, কলস ক্যাম্প, অন্য দিকে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সজনেখালি, সুধন্যখালি, দোবাঁকি থেকে একেবারে বুড়ির ডাবরি পর্যন্ত। বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ও বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

১) সকাল সন্ধ্যা

কলকাতা থেকে গদখালী জেটিঘাট পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় ৪ ঘন্টা (৮:৩০-১২:৩০)। গদ খালি জেটি ঘাট থেকে লঞ্চ বা ভুটভুটিতে চেপে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। হোগল, গোমর, দুর্গাদোয়ানি, গোমতী নদী পেরিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সজনেখালি পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়া যাবে। জলযানে যাওয়ার সময় নদীবক্ষেই খাওয়া-দাওয়া এক দারুণ অভিজ্ঞতা। এরপর বিকেলে সজনেখালি পর্যটনকেন্দ্রের ওয়াচ টাওয়ার (watchtower) থেকে জঙ্গল দর্শন, ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার (mangrove interpretation centre), সুধন্যখালির ওয়াচ টাওয়ার, জঙ্গল দেখে আবার একই পথে গদখালি ফিরে আসা যায়।

২)১ রাত ও ২ দিন

সজনেখালি পর্যটনকেন্দ্র থেকে সুধন্যখালি পর্যটনকেন্দ্র একঘন্টার দূরত্ব। ভায়া সুধন্যখালি খাল, বনবিবি ভারানি, পিরখালি খাল, চোরাগাজিখালি খাল হয়ে দোবাঁকি। এই যাত্রাপথ ৩ ঘন্টা সময় ধরে রাখুন। সেখান থেকে নবাঁকি নদী, বনবিবি ভারানি খাল, পঞ্চমুখানি নদী, নেতিধোপানী পর্যটন কেন্দ্র এই যাত্রাপথ ১.৫ ঘণ্টা থেকে ২ ঘন্টা। সেখান থেকে বিদ্যা, মাতলা, হেড়োভাঙ্গা নদী পেরিয়ে ঝড়খালি পর্যটনকেন্দ্র ৪৫ মিনিটের পথ। সেখানে বা পাখিরালয় গিয়ে রাত্রিযাপন অথবা গদখালিও ফিরে আসতে পারেন।

৩) ২ রাত ও ৩ দিন

সজনেখালি থেকে বুড়িরডাবরি ৬ ঘন্টার পথ। গোমতী নদী দিয়ে সড়কখালি খাল হয়ে রায়মঙ্গল নদী, কাটোয়াঝারি খাল পেরিয়ে বড় নদীর খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে হেঁতাল, বাইনের জঙ্গল দিয়ে বুড়িরডাবরি।

ক) বুড়িরডাবরি থেকে রায়মঙ্গল, ঝিঙেখালি দেড় ঘন্টার রাস্তা। জঙ্গলে রাত্রিযাপন করা যায় অথবা গদখালী ফেরা যেতে পারে। ঐ একই পথে পড়বে কুমিরমারি ও মরিচঝাঁপি।

খ) বুড়িরডাবরি থেকে রায়মঙ্গল নদী হয়ে হরিণভাঙা বনবিভাগ শিবির(ভড়ৎবংঃ পধসঢ়) যেতে ১ ঘন্টা লাগে। রাত্রিযাপনের জন্য সজনেখালি, পাখিরালয় বা দয়াপুর যাওয়া যেতে পারে। পরের দিন বাড়ি ফিরতে গদখালির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। পড়ে সেখান থেকে সড়ক পথে কলকাতা বা অন্যত্র যাওয়ার সুব্যাবস্থা আছে।

গ) সজনেখালি থেকে বনিক্যাম্প যেতে তিন ঘণ্টার পথ। সজনেখালি থেকে বিদ্যা, মাতলা নদী, হেরোভাঙা, ঢুলিভাসানি নদী হয়ে কলসদ্বীপ যাত্রা। সেখানে বনের মধ্যে রোমাঞ্চকর রাত্রিযাপন অথবা গদখালি ফিরে আসা যেতে পারে। কলসদ্বীপ থেকে পরের দিন ঢুলিভাসানি, সুন্দরকাটি নদী ধরে বনিক্যাম্প হয়ে গদখালি ফেরা যাবে। এই রাস্তাটুকু ৫ ঘন্টার কিছু বেশী লেগে যাবে। ভগবৎপুর, লোথিয়ান দ্বীপ, হ্যালিডে দ্বীপ, বনিক্যাম্প, কলসদ্বীপ এই জায়গাগুলো অবশ্য দর্শনীয়।আজকের দিনে মানুষরা সুন্দরবন বেড়াতে আছে শুধু আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং খাওয়া দাওয়ার জন্য। এটা মনের খিদে আর শারীরিক চাহিদা কিছুটা মেটে। অন্যদিকে এমনও মানুষ আছে সুন্দরবন দেখান সাথে সাথে তার ইতিহাসটা জানার ইচ্ছা থাকে প্রবল। তিনি হয়তো লেখক হতে পারে কবি হতে পারে ও গবেষক ও হতে পারে। তাদের জন্য সময়উপযোগী লেখা টি সুন্দরবন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সুন্দর মানুষের জীবনযাত্রার মান তুলে ধরা অবশ্যই কার্যকারী তো পাবে। এসব কথাগুলো আজ আমার কলমে তুলে ধরছি যা আমার গবেষণা কিছু তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ দিয়ে।প্রায় দু'হাজার বছর আগে (মধ্যযুগে) এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সুন্দরবন সৃষ্ট হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের দাবি। এক সময় এই অঞ্চল ছিল সমুদ্র গর্ভে। ভূমিকম্পের পর উত্থান ঘটেছে। অতীতেও সুন্দরবনের জঙ্গল ও তার আশপাশে জনবসতি ছিল। দুই ২৪পরগনা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া প্রত্নতত্ত্ব থেকে জৈন ও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বহু সংস্কৃতির মিশ্রণ বাঙালিরা স্বীকার ও গ্রহণ করেছে তাদের আগেই। বাঙালি সংস্কৃতির মূলে রয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর। আন্তঃধর্মীয় জ্ঞানচর্চা রুদ্ধ হলে এক ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায় এবং এ থেকেই জন্ম নেয় ধর্মীয় মৌলবাদ। এটা ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায়, ধীরে ধীরে এটা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকিও।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর cinema TV

কবে মুক্তি পাচ্ছে আমির খানের নতুন সিনেমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড সুপার স্টার আমির খান নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন- এ কথা প্রায় সবার জানা রয়েছে। 'সিতারে জমিন পার' নামের এ সিনেমা মুক্তি নিয়ে এবার নতুন তথ্য প্রকাশ করলেন আমির।

কয়েক মাস আগে নিজের পরবর্তী সিনেমা নিয়ে প্রথম মুখ খুলেছিলেন আমির। এর নাম প্রকাশের পাশাপাশি অভিনেতা জানিয়েছিলেন যে, ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ও আমির অভিনীত 'তারে জমিন পার' সিনেমার আঙ্গিকেই তৈরি হবে এটি। বহুল প্রশংসিত এ সিনেমায় বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সাফলতার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছিল।

সিনেমায় মূল চরিত্র ঈশান ছিল ডিসলেক্সিয়া রোগে আক্রান্ত। আমির অভিনয় করেছিলেন অঙ্কন শিক্ষক রামশঙ্কর নিকুম্ভের চরিত্রে। এবারেও সামাজিক কোনো আলোচিত সমস্যাকে নিয়ে সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এ সিনেমার মুক্তি প্রসঙ্গে তার মনের কথা জানিয়েছেন বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'। আমির বলেন, 'অভিনেতা হিসেবে এটাই আমার পরবর্তী সিনেমা হতে চলেছে। আমরা সিনেমাটি আগামী বড়দিনে মুক্তির পরিকল্পনা করছি। চিত্রনাট্য শুনেই আমার গল্পটা পছন্দ হয়েছিল।'

সম্প্রতি সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছে। এতে বেশ চমক রয়েছে বলেও আমির আভাস দিয়েছেন। আমিরের ভাষ্য, 'সিনেমায় আমি কেন্দ্রীয় চরিত্রে নয়, ক্যামিয়ো চরিত্রে রয়েছি।'

জানা গেছে, এ সিনেমায় আমির ছাড়াও রয়েছেন জেনেলিয়া দেশমুখ। এ প্রথম তারা কোনো সিনেমায় জুটি বাঁধতে চলছেন। এ ছাড়াও নিজের প্রযোজনা সংস্থার অধীনে 'অতি সুন্দর' সিনেমায় ক্যামিয়ও চরিত্রে অভিনয় করবেন আমির।

২০২২ সালে মুক্তি পায় আমির অভিনীত সিনেমায় 'লাল সিংহ চড্ডা'। এ সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার ক্ষত ভুলতে আমির সাময়িকভাবে অভিনয় থেকে বিরতির কথাও ঘোষণা করেন।

কিন্তু তারপর আবার তিনি অভিনয়ে ফিরছেন জেনে অনুরাগীদের মনে খুশির হাওয়া বয়ে যায়। এখন অতীত ভুলে 'সিতারে জমিন পার' সিনেমার মাধ্যমে দর্শক মনে আমির আবার হারানো আসন ফিরে পাবেন বলে সবাই আশা করছে।

বঙ্কিমের গল্পে আলমগীর, সঙ্গে ঋতুপর্ণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : করোনার আগেই কলকাতার 'আমার লবঙ্গলতা' নামের একটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেতা আলমগীর। বাপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিতে আলমগীরের সঙ্গে আছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। এরই মধ্যে ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে ইউটিউবে।

ট্রেলার মুক্তির দিন ঋতুপর্ণা বলেন, এটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। কিছুদিন আগেই দত্তা মুক্তি পেয়েছে। সেটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে। আর লবঙ্গলতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে। সাহিত্যনির্ভর ছবি সবসময় ভালো হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'কঠিন ভাষাকে সহজ করে, সাহিত্যরস ঠিকঠাক রেখেই ছবিটি বানিয়েছেন বাপ্পা। এক নারীর দুই রূপ এই ছবিতে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পেয়েছি। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।'

উপন্যাস অনুযায়ী ছবিতে ঋতুপর্ণার বিপরীতে থাকবেন বাংলাদেশের আলমগীর এবং কলকাতার ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত।

নাতনিকে ডেটে যাওয়ার যে টিপস দিলেন জয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা জয়া বচ্চনের মেজাজ সম্পর্কে এ অঙ্গনের সবার-ই কম বেশি জানাশোনা রয়েছে। তবে বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে তিনি যেন অন্য এক মানুষ।

রাস্তাঘাটে আলোকচিত্রী দেখলেই বকাঝকা করে তাদের দূরে রাখেন। কিন্তু নাতি-নাতনিদের সঙ্গে কিছুটা শিশুসুলভ আচরণ করেন তিনি। জয়ার নাতনি নব্যা নভেলি নন্দা এখন তরুণী। নাতি অগস্ত্য নন্দা সবে পা রেখেছেন অভিনয় জগতে। যদিও প্রথম সিনেমার পর থেকেই শাহরুখ-কন্যা সুহানা খানের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অগস্ত্যের।

অন্য দিকে 'গলি বয়' খ্যাত তারকা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন নব্যা, এমনটাই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে চারদিকে। এবার নাতনিকে ডেটে যাওয়ার টিপস দিলেন দিদিমা জয়া।

এখন সময় পাল্টেছে, প্রেমের ধরন থেকে সংজ্ঞা - সব কিছুর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সবাই এখন সম্পর্কে চায় সমান অধিকার। কোনো একজন নয়, ছেলে-মেয়ে দুজনের উপরই থাকবে দায়িত্ব। সেকেলে ধারণাকে বর্জন করেছেন তারা।

তবে নতুন প্রজন্মের ধরন-ধারণ জয়ার কাছে বড্ড বোকাবোকাই মনে হচ্ছে। প্রেম, প্রস্তাব থেকে ডেটে যাওয়ার খরচ সব কিছুতে ছেলেদেরকেই প্রথম পদক্ষেপ করতে হবে- এমনটাই মনে করছেন জয়া। যদিও দিদিমার এ ধারণার সঙ্গে সহমত নন নব্যা। তিনি বলেন, 'আসলে ইদানীং ডেটে গেলে দুজনে ভাগাভাগি করেই টাকা দেন।

কারণ এ নিয়ে মেয়েদের জিজ্ঞেস করলে তাদের কিছুটা অপমান করা হয়। অনেকেই ভাবেন, তাদের হয়তো নিচু করে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছেব্ব জয়া এক শুনে সঙ্গে সঙ্গে নাতনিকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'না, তোমাদের যুগের এই ধারণা বড্ড বোকাবোকা। পুরুষকেই এগিয়ে আসতে হবে সব ক্ষেত্রেই। একেই সহবত বলা হয়।'

আম্বানি পুত্রের বিয়েতে তারকাদের ভিড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়েতে তারকার হাট বসতে চলেছে। এরইমধ্যে গুজরাটের জামনগরে এসে হাজির হয়েছেন মার্কিন সংগীত শিল্পী রিহানা। আম্বানি পুত্রের বিয়ের অতিথিদের তালিকায় আরো আছেন মার্ক জাকারবার্গ, বিল গেটস। মুকেশ পুত্র অনন্ত আম্বানি (২৮) রাধিকা মার্চেন্টকে বিয়ে করবেন জুলাই মাসে। এখন চলছে তার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠান।

তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলিউড তারকা শাহরুখ, অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা, কারিনাসহ অনেকে। মুকেশ আম্বানি (৬৬) বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে আছেন দশম স্থানে। ফোর্বসের তথ্য মতে, তার সম্পদের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনন্ত তার ছোটো সন্তান। জামনগরের গ্রামবাসীকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় আম্বানিপুত্রের প্রাক বিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম। সেখানে মুকেশ আম্বানি ও তার পুত্র ও হবু পুত্র বধূকে নিজ হাতে গ্রামবাসীকে খাবার পরিবেশন করতে দেখা গেছে। আর মূল অনুষ্ঠানে ১২শ' অতিথি অংশগ্রহণ করবেন। এই অতিথি তালিকায় ভারতের আরেক ধনকুবের গৌতম আদানি ও কুমার মঙ্গলাম বিরলাও আছেন। আছেন ডিজনির সিইও ববর আইগার। ভারতের তারকা ক্রিকেটার মাহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখা গেছে জামনগরে। এমনকি ইভাঙ্কা ট্রাম্পও হাজির হতে পারেন এই আয়োজনে।

শাহরুখ কন্যা সুহানার নতুন উদ্যোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখকে নিয়ে যেমন সবার তুমুল আগ্রহ, তেমনি তার বাড়ি 'মান্নাত' নিয়েও ভক্তদের যেন কৌতূহলের অন্ত নেই। ভারতের মুম্বাইয়ের ব্যান্ড স্ট্যান্ড এলাকায় সাদা রঙের প্রাসাদসম এ বাড়িটি প্রায় সবারই চেনা।

শাহরুখ খানের বাড়ি বলেই একনামে সবাই চেনেন। এই মুহূর্তে মুম্বাইয়ের দর্শনীয় স্থানের মধ্যেই পড়ে 'মান্নাত'। সেখানেই তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসবাস করছেন শাহরুখ। কিন্তু এবার কি বাবা শাহরুখের প্রিয় 'মান্নাত' ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছেন মেয়ে সুহানা!

সুহানা তার বাবাকে অনুরসণ করে অভিনয়ে এসেছেন। এবার বাবার মতো জমিও কিনেছেন। এ খবর শুনে ভক্ত-অনুরাগীরা বলছেন সুহানা নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন। হয়তো তিনি ভিন্নধর্মী কিছু করতে যাচ্ছেন।

দক্ষিণ মুম্বাইয়ের সমুদ্র সংলগ্ন এলাকা আলিবাগে একটি বিলাসবহুল বাংলো কিনেছেন সুহানা। বলা চলে কেবল অভিনয়ে হাতেখড়ি সুহানার। তার প্রথম সিনেমা 'দি আর্চিজ'। একটি সিনেমা করেই প্রায় সাত হাজার বর্গফুটের একটি বাংলো কিনেছেন সুহানা। তবে এ বাড়ি কিনতে কত খরচ হয়েছে, সে নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আলোচনা।

গত বছর আলিবাগের থল এলাকার কৃষিজমি কিনেছিলেন সুহানা। সেই সময় ১৩ কোটি রুপিতে আবাদি জমিটি কিনে নিয়েছেন সুহানা। রেজিস্ট্রেশনের কাগজে অভিনেত্রীকে কৃষিবিদ হিসেবে দেখানো রয়েছে। এ জমি কেনার উদ্দেশ্য এখনো জানা যায়নি।

তবে ফসল ফলানোর পরিকল্পনা যে রয়েছে শাহরুখ কন্যার, তাতে সন্দেহ নেই। এ বাড়িটি কেনার পরে চারদিকে শোনা যাচ্ছে- এ বাড়িটি দিয়ে হয়তো সুহানা নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন। ক্যারিয়ারের জন্য নতুন পরিকল্পার বাস্তবায়ন ঘটাবেন এ বাড়ি দিয়ে।

প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস গড়লো আয়ারল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরব আমিরাতের টলারেন্স ওভালের এই ম্যাচের আগে মাত্র একবার আফগানিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিল আয়ারল্যান্ড। ভারতের দেরাদুনে সেই টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে প্রথমবারের মতো হারিয়ে ইতিহাস রচনা করেছিল আফগানরা। ওই ম্যাচে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছিল আফগানিস্তান। তবে দ্বিতীয় দেখায় পারলো না আফগানিস্তান। এবার ইতিহাস রচনা করলো আয়ারল্যান্ড। প্রথমবারের মতো আফগানদের টেস্ট হারালো তারা। অর্থাৎ মোট দুইবারের দেখায় একটি করে ম্যাচ জিতলো উভয় দল।

আজ শুক্রবার ইতিহাস গড়ার জন্য আয়ারল্যান্ডের দরকার ছিল ১১১ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে আফগানিস্তানকে ২১৮ রানে অলআউট করে জবাব দিতে নেমে ৪ উইকেটেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আয়ারল্যান্ড।

এদিন ৩ উইকেটে ১৩৪ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করে আফগানিস্তান। তবে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা যেমন ছিল, শেষটা তেমন করতে পারেনি আফগানরা। ২১৮ রান তুলতেই অলআউট হয়ে যায় তারা।

আগের দিন ম্যাচ ধরে ফিফটি হাঁকানো আফগান অধিনায়ক হাসমতউল্লাহ শহিদি ব্যাটিংয়ে নেমে যোগ করেছেন কেবল ২ রান। ১০৭ বলে ৫৫ রান করে মার্ক অ্যাডায়ারের বলে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে পড়েন তিনি।

রহমানুল্লাহ গুরবাজ ফেরত যান ফিফটি করতে না পারার আক্ষেপ নিয়ে। ৮৫ বলে ৪৬ রান করে ক্রেইগ ইয়াংয়ের বলে বোল্ড হন তিনি। ১৩ রান করে নেন করিম জানাত ও জিয়া-উর-রহমান। শেষ দিকে ৫৩ বলে ২৫ রান করেন নাভিদ জাদরান। এতে আফগানদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২১৮।

১১১ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ১৩ রান করতেই ৩ উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। পল স্টার্লিং ১৪ রানে ফেরত গেলে ৩৯ রানে ছিল না ৪ উইকেট। এরপর ম্যাচ ধরেন অ্যান্ডি বেলবিরনি ও লরকান টাকার। ৭২ রানের অপরাজিত জুটি করে ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন তারা।

৯৬ বলে ৫৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন বিলবেরনি। ২৭ রানে অপরাজিত ছিলেন টাকার। এতে ৬ উইকেটের দারুণ জয় পায় আইরিশরা।

মাঠে ফেরার অপেক্ষা
আরও বাড়ছে সালাহর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোহামেদ সালাহর মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে। অন্তত আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত এই তারকাকে পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচে তাকে পাওয়ার আশায় আছেন লিভারপুল কোচ।

চোট নিয়ে বাইরে আছেন লিভারপুলের প্রথম পছন্দের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়। সবশেষ কয়েকটি ম্যাচে একাডেমির তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে দল সাজাচ্ছেন ক্লপ। সালাহর পাশাপাশি চোটে বাইরে আছেন আলিসন, ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড, দিয়োগো জটা, থিয়াগো আলকান্তারা, দমিনিক সোবোসলাই, জোয়েল মাতিপ, কার্টিস জোন্স ও দারউইন নুনেস।

এফএ কাপে সাউথ্যাম্পটনের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে খেলতে পারেননি লুইস দিয়াস। অসুস্থতায় বাইরে ছিলেন আলেক্সিস মাক আলিস্তের। প্রিমিয়ার লিগে শনিবার নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে তারা খেলার জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ক্লপ। নুনেস ও সোবোসলাইয়ের অবস্থা বুঝে খেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে সালাহ লম্বা সময় পর মাঠে ফেরেন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে। তারপর থেকে দলের সবশেষ তিন ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। শিগগিরই তাকে পাওয়ার আশায় ক্লপ। তিনি জানান, "আমার মনে হয় না মো (সালাহ) খুব বেশি দূরে (মাঠে ফেরা থেকে)। সে আগামীকাল খেলবে না...আমি মনে করি পরের সপ্তাহে যেকোনো একটা সময়ে তা সম্ভব।"

ফরেস্ট ম্যাচের পর আগামী বুধবার ইউরোপা লিগের শেষ ষোলোয় স্পার্তা প্রাহার বিপক্ষে খেলবে লিভারপুল। এরপর ১০ মার্চ অ্যানফিল্ডে সিটির মুখোমুখি হবে তারা। ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে ক্লপের দল। সমান ম্যাচে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে শিরোপাধারী সিটি।

বাংলাদেশ সিরিজ থেকে
ছিটকে গেলেন পেরেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলা হচ্ছে না কুসাল পেরেরার। শ্বাসনালির সংক্রমণের কারণে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান। তার বদলি হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে আরেক কিপার-ব্যাটসম্যান নিরোশান ডিকওয়েলাকে।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) শুক্রবার (০১ মার্চ) সামাজিক মাধ্যমে এই পরিবর্তনের কথা জানায়। শনিবার সিলেটে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ডিকওয়েলা। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য পেরেরাকে নিয়ে গত বুধবার ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল এসএলসি। পরদিন দুপুরে ঢাকায় এসে বিকেলে ম্যাচের ভেন্যু সিলেটে চলে যায় শ্রীলঙ্কা দল। তবে পেরেরা দলের সঙ্গে আসেননি।

শ্রীলঙ্কার সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে দেশের মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে সুযোগ পেয়ে শূন্য রানে আউট হন পেরেরা। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩৩ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের টি-টোয়েন্টির পরিসংখ্যান অবশ্য বেশ উজ্জ্বল। আট ম্যাচের পাঁচটিতেই করেছেন ফিফটি, ৪৫.৭৫ গড় ও ১৪৫.২৩ স্ট্রাইক রেটে রান ৩৬৬।

ডিকওয়েলা শ্রীলঙ্কার হয়ে ২৮ টি-টোয়েন্টির সবশেষটি খেলেছেন ২০২১ সালের জুনে। প্রায় তিন বছর পর আবার এই সংস্করণে খেলার হাতছানি ৩০ বছর বয়সী বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের সামনে।

টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলো হবে আগামী সোমবার, বুধবার ও ৯ মার্চ। সবগুলো ম্যাচই হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই সফরে পরে তিনটি ওয়ানডে ও দুইটি টেস্টও খেলবে শ্রীলঙ্কা।

শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি দল: ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (অধিনায়ক), চারিথ আসালাঙ্কা, কুসাল মেন্ডিস, আভিশকা ফার্নান্দো, ধানাঞ্জয়া ডি সিলভা, নিরোশান ডিকওয়েলা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, দাসুন শানাকা, সাদিরা সামারাউইক্রামা, কামিন্দু মেন্ডিস, মাহিশ থিকশানা, আকিলা দানাঞ্জয়া, জেফ্রি ভ্যান্ডারসে, মাথিশা পাথিরানা, দিলশান মাদুশানকা, নুয়ান থুসারা, বিনুরা ফার্নান্দো।

কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে ইশান কিশান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে অনীহা প্রকাশ করায় ইশান কিশানকে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে ছাঁটাই করেছে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিসিসিআই)। একই কারণে তার সঙ্গে বাদ দেওয়া হয়েছে শ্রেয়াস আয়ারকেও।

চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পর আজ শুক্রবার প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে এসেছেন কিশান। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের মালিক ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুকেশ আম্বানির ছেলের বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি।

ইশান ছাড়াও সেই অনুষ্ঠানে এসেছেন দেশি-বিদেশি অনেক জনপ্রিয় মুখ।

মুকেশ ও নিতা আম্বানির দম্পতির ছেলে অনন্ত আম্বানির বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠানে এসেছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচিন টেন্ডুলকার ও ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি।

রামনগরে এই অনুষ্ঠানে ছিলেন রোহিত শর্মাও। এছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠান মাতাতে এসেছেন আন্তর্জাতিক পপ তারকা রিহান্না।

পাত্তাই পেল না অ্যাথলেটিকো,
ফাইনালে বিলবাও
কোপা দেল রে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোপা দেল রে'র প্রথম লেগটা ঘরেই মাঠেই খেলেছিল অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ। অ্যাথলেটিকো বিলবাওয়ের বিপক্ষে ওই ম্যাচে ১-০ গোলে হারে রোজি ব্লাঙ্কোসরা। তবু ডিয়াগো সিমিওনের দলের ফাইনালের আশা ছিল। দ্বিতীয় লেগ প্রতিপক্ষের মাঠে হলেও ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য তাদের আছে। অ্যাথলেটিকো বিলবাওয়ের মাঠে গিয়ে উল্টো স্বাদ পেল অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ। সান মামেস স্টেডিয়ামে মোরাতা-ডি পলদের ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে স্বাগতিকরা। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ গোলের জয় তুলে নিয়ে ফাইনালে পা রেখেছে বিলবাও। দ্বিতীয় লেগে প্রথমার্ধেই ম্যাচ কব্জায় নেয় বিলবাও। ঘানাইয়ান স্ট্রাইকার ইনাকি উইলিয়ামস ম্যাচের ১৩ মিনিটে গোল করেন। ৪২ মিনিটে গোল করেন স্পেনের হয়ে খেলা তারই ছোট ভাই নিকো উইলিয়ামস। তারাই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে ফেলেন। দুই লেগ মিলিয়ে কাঁধে ৩-০ গোলের চাপ নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ। কিন্তু কোপা দেল রে'র ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ শিরোপা জয়ী বিলবাওয়ের সামনে পাত্তা পায়নি তারা। ম্যাচের ৬১ মিনিটে গুর্কা গুরুজেতা গোল করে ডিয়াগো সিমিওনের দলের ফাইনালে যাওয়ার সব আশা শেষ করে দেন। আসরের অন্য ম্যাচে একদিন আগে রিয়াল সোসিয়েদাদকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে রিয়াল মায়োর্কা। টাইব্রেকারে জয় পেয়েছে মায়োর্কা। আগামী ৬ এপ্রিল কোপা দেল রে'র ফাইনাল মাঠে গড়াবে।

লিজেন্ড তালিকায় আলভেজের নাম ফিরিয়ে আনলো বার্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নৈশ ক্লাবে এক নারীকে ধর্ষণের দায়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার দানি আলভেজকে সাড়ে চার বছরের কারাদণ্ড এবং দেড় লাখ ইউরো জরিমানার শাস্তি দেয় বার্সেলোনার একটি আদালত। এ কারণে বার্সেলোনা ক্লাবের কিংবদন্তি তালিকা থেকে আলভেজের নাম মুছে ফেলেছিলো ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ক্লাবের ১২৫ বছরের ইতিহাসে ১০২জন ফুটবলারকে রাখা হয়েছিলো কিংবদন্তির তালিকায়। যেখানে সর্বশেষ সংজোযন জর্দি আলবা, জার্সিও বস্কুয়েটস এবং জেরার্ড পিকে। দানি আলভেজের নাম তাদেরও ওপরে।

ক্যারিয়ারে মোট ৪৩টি শিরোপা জয় করেছেন আলভেজ এবং যার ২৩টিই বার্সেলোনার জার্সিতে। পেপ গার্দিওলার আমলে যে স্বপ্নের দল তৈরি করেছিলো বার্সেলোনা, তার অন্যতম একজন ছিলেন দানি আলভেজ। যে কারণে তিনি বার্সার কিংবদন্তি তালিকায় ঠাঁই পেয়ে যান।

কিন্তু ধর্ষণের দায়ে কোনো ব্যক্তির তো সম্মানের এই জায়গায় থাকতে পারেন না। সে যুক্তিতেই হয়তো প্রথমে আলভেজের নাম মুছে দেয় বার্সা। ক্লাবের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকেও তার নামটি মুছে দেয় তারা।

এ নিয়ে মিডিয়ায় ব্যাপক লেখালিখি হওয়ার পর কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যে কারণে বার্সেলোনা তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে এবং লিজেন্ড তালিকায় আলভেজের নাম ফিরিয়ে আনে।

যদিও ক্লাবের পক্ষ থেকে এ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়নি।

রোমাঞ্চকর ম্যাচে পয়েন্ট হারাল আল নাসর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে ২৯ ফেব্রুয়ারি টেবিলের তলানির দল আল-হাজেমের বিপক্ষে ৪-৪ গোলে ড্র করে পয়েন্ট খুইয়েছে আল নাসর।

আগের ম্যাচে অশালীন অঙ্গভঙ্গির কারণে নিষেধাজ্ঞা পাওয়ায় এ ম্যাচে ছিলেন না রোনালদো। তাও ম্যাচে দারুণ খেলতে থাকে তার দল। ৩১তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে আল নাসরকে এগিয়ে নেন তালিসকা। প্রথমার্ধে এই এক গোলের লিড নিয়েই বিরতিতে যায় তারা। আসল লড়াই জমে ওঠে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৩তম মিনিটে কর্নার থেকে করা সতীর্থের ক্রস পেয়ে সমতায় ফেরান আল হাজেমের আহমাদ আল মেমেইদ। এর ৮ মিনিট পরই আবার লিড পায় আল নাসর। আয়মান ইয়াহিয়ার নিখুঁত পাসে আবারও দলকে এগিয়ে নেন তালিসকা। তবে রোনালদোর দলকে লিড ধরে রাখতে দেয়নি হাজেম। তোজের গোলে ব্যবধান ২-২ করে হাজেম। ৭১ মিনিটে আবারও এগিয়ে যায় আল নাসর। বাঁ প্রান্ত থেকে অ্যালেক্স তেলেসের ক্রস গোলবারের সামনে থেকে হেডে জালে জড়ান তালিসকা। পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক। ম্যাচ তখন জমে ক্ষীর। ঠিক তখনি সমতায় ফেরে হাজেম। বাঁ প্রান্ত থেকে সতীর্থের ক্রস নাসরের এক ডিফেন্ডারের বাধার পরও বক্সে পেয়ে যান ফাইজ সেলেমানি। পেনাল্টি এরিয়া থেকে ঠিকানা খুঁজে নিতে কোনো ভুল করেননি তিনি। তাতে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় ৩-৩ সমতায়। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি থেকে স্কোর করেন সাদিও মানে। তখন মনে হচ্ছিলো রোনালদো না থাকলেও জয় নিয়েই মাঠ ছাড়বে আল নাসর। কিন্তু এগিয়ে গিয়েও শেষ হাসি হাসতে পারেনি নাসর। যোগ করা সময়ের শেষদিকে গোল করে এক পয়েন্ট কেড়ে নেন পাওলো রিকার্দো।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR